ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তকে আঁকা চিত্রকর্ম

সাধারণ নিয়মকানুনের অন্যথা কিছু করার কাজটি মোটেও সহজ নয়। বিশেষ করে যুগ পরম্পরায় যে সমস্ত কাজ বা ব্যবস্থাগুলো চলে আসছে পাহাড় থেকে নদী নামার মতো। তারপরও ঐ খরস্রোতা নদীর বিপরীতে কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান চলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির নৌকাটাকে বেয়ে নিয়ে যান স্রোতের উল্টামুখে। কারণ, কূলে তো ভিড়তে হবে। কিন্তু ঐ কাজটি যে কতো কঠিন তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। স্রোতের বিপরীতে চলা তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান 'টিচার্স ফোরাম'। এই প্রতিষ্ঠানটি আবার 'ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইএলটিআইপি) ট্রেইন্ড টিচার্স'-এর দলভুক্ত। প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ কাউন্সিল ও জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গেও প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

টিচার্স ফোরাম তাদের স্বাতন্ত্র্যতা থেকেই পাঠ্যপুস্তক আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে গত ২৭ ও ২৮ অক্টোবর, ২০০১ আয়োজন করেছিল ব্যতিক্রমী এক প্রদর্শনীর। আমাদের দেশে এ ধরনের প্রদর্শনী এটাই প্রথম। ২৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় দুদিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক।

আবদুল্লা আবু সায়ীদ তার প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত কথনে বলেন, আমরা সব সময় চাই ক্লাস রুমের শিশুশ্রম বন্ধ হোক। কারণ, আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে শিশুদের যেভাবে এবং যতোগুলো বই ক্লাসে পড়ানো হয় তাতে ঐ পড়াশোনাকে শিশুশ্রমের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এমন শিশুদের কথা ভেবেই এই প্রদর্শনীর আয়োজকরা যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাতে আমার মনে হয় এই শিশুশ্রম কিছুটা হলেও বন্ধ হবে এবং শিক্ষার্থীরা ক্লাসে গিয়ে মজা পাবে। আসলে আনন্দবিহীন কোনো শিক্ষাকেই তো সঠিক শিক্ষা বলা যায় না।'

প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিষ্ঠানটি মূলত কাজ করছে আমাদের ঐতিহ্যগত পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক পড়ালেখার বিরুদ্ধে, ক্লাসে টিচারদের একটানা লেকচারের বিরুদ্ধে। কোনো ক্লাসে শিক্ষকরা নয়, ছাত্ররাই বলবে বেশি, শিক্ষকরা শুনবেন। এতে করে একজন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে তৈরি হবে নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক। যে সম্পর্ক ছাত্রদের কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার শক্তি বাড়াবে। এ জন্য তারা শিক্ষার্থীদের মূলত চারটি মাধ্যমে পড়ালেখা, বিশেষ করে ইংরেজি শেখান। বিষয় চারটির প্রথমেই রয়েছে শোনা তারপর বলা এবং পরে পড়া ও লেখা। আর এইভাবে শিক্ষার্থীকে তাদের বইয়ের পাঠ বোঝানোর জন্য তারা মূল হিসেবে বেছে নিয়েছেন ক্লাসের বইয়ের মধ্যে আঁকা ছবি। তাও শুধু ইংরেজি বইয়ের ছবি।

ইংলিশ ফর টুডে : গ্রেড ৬, ইউনিট ৬, লেসন ২

টিচার্স ফোরামের শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তকে আঁকা রঙবিহীন ছবিগুলোকেই ছাত্রদের আঁকতে বলেন, রঙ ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীরা ঐ ছবিগুলো দেখে তাদের মনমতো রঙ তুলিতে লাগিয়ে সুন্দর করে ঐ ছবি এঁকে নিয়ে আসে ক্লাসে। শিক্ষকরা বলেন, ঐ ছবিটি সে কেন, কিভাবে ও কি দৃষ্টিকোণ থেকে এঁকেছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য। এতে একজন শিক্ষার্থীর তার পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট পর্বটির পাঠ নিতে বা শিখতে সময় লাগে অনেক কম।

এ বিষয়ে কথা হলো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের টিচার, ট্রেইনার জুলফিকার হায়দারের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আমরা চেষ্টা করছি স্কুলের শ্রেণীকক্ষকে এবং শ্রেণীর প্রতিটি পাঠ্য বিষয়কে আরো আনন্দদায়ক করে তুলতে। যাতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থাকবে বেশি। টিচাররা ওখানে গৌণ ভূমিকা পালন করবে। মুখ্য ভূমিকা পালন করবে শিক্ষার্থীরা।'

এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ঢাকা শহরের নামীদামি আটটি স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের ৬০ জন শিক্ষার্থীর আঁকা ৬০টির মতো চিত্রকর্ম। সবগুলো ছবিই তাদের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক দেখে আঁকা। এ জন্য ছবিগুলোতে ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে ক্লাস রুম, খেলার মাঠ, বাড়ির উঠান, নদী, সবুজ প্রকৃতি, রান্নাঘর, কামারশালাসহ প্রভৃতি বিষয়। যে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীর ছবি ঐ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল সে স্কুলগুলো হলো– ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও সরকারি হাইস্কুল, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজধানী হাইস্কুল, বিএন কলেজ, শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ এবং উত্তরা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়।

ইমরুল ইউসুফ